জাতীয় যুবদিবস - ২০১৬

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৭ কার্তিক ১৪২৩, ১ নভেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
প্রিয় যুবভাই ও বোনেরা,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ পয়লা নভেম্বর-২০১৬ জাতীয় যুবদিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছরের জাতীয় যুবদিবসের প্রতিপাদ্য 'আত্মকর্মী যুবশক্তি, টেকসই উন্নয়নের মূলভিত্তি'। যুবসমাজ এবং দেশের জন্যে এই থিম তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশব্যাপী নানাবিধ বর্ণাঢ্য কর্মসূচিতে দিবসটি পালিত হচ্ছে। আজ কয়েকজন সফল আত্মকর্মী ও সংগঠক তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসাবে জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছেন। আমি পুরস্কার প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানাই।

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। ১৫ আগস্টের শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধের অগ্রভাগে থাকা সেদিনের যুবসমাজকে। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন -আমি তাঁদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

জাতির পিতা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা জাতির পিতার আরাধ্য কাজ সম্পন্ন করে চলেছি। দিন-দিনান্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এদেশের যুবসমাজ তাদের মেধা, উদ্যম ও শ্রম দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা খুবই ইতিবাচক। 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' পূর্ণ সদ্ব্যবহারকল্পে সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরণের বিকল্প নেই। যুবশক্তি দেশের প্রাণ এবং উন্নয়ন-অগ্রযাত্রার চালিকা শক্তি।

১৯ আগষ্ট ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে কারিগরি শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে জাতির পিতা যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কাজ কর, কঠোর পরিশ্রম কর, না হলে বাঁচতে পারবে না। শুধু শুধু বি.এ, এম.এ পাশ করে লাভ নাই। আমি চাই কৃষি কলেজ, কৃষি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুল, যাতে সত্যিকার মানুষ পয়দা হয়। বুনিয়াদি শিক্ষা নিলে কাজ করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। কেরানি পয়দা করেই একবার ইংরেজ শেষ করে গেছে দেশটা। তোমাদের মানুষ হতে হবে ভাইরা আমার।'

জাতির পিতার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী যুবদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার একের পর এক প্রকল্প গ্রহণ করছে। দেশের সকল জেলায় যুবদের জন্য একই ধরণের প্রশিক্ষণ অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বেকার যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে দেশে যুব জাগরণ ঘটেছে। বিশেষ করে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

- দেশে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটায় ২০০৯ সালে সারাদেশে পলিটেকনিক ভর্তির আসন ছিল যেখানে মাত্র ২৫ হাজার, বর্তমানে তা ১ লক্ষ ২৫ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ৪৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৬২ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ৮ লাখ ৫৩ হাজার ৭৮৯ জনকে ১ হাজার ৪৫৯ কোটি ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।
- প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ২০ লক্ষ ২১ হাজার ১০৩ জন আত্মকর্মে নিয়োজিত হয়েছে।
- যুবদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে।
- শিক্ষিত বেকার যুবদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত একজন যুবক-যুবনারী প্রতিমাসে ৬ হাজার টাকা কর্মভাতা পেয়ে থাকেন।
- এ পর্যন্ত ২৮টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ সমাপনকারীর সংখ্যা মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার ১১৬ জন।
- কর্মসংস্থান প্রাপ্তদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৮২ জন। অস্থায়ী কর্মসংস্থান শেষে অনেকে স্থায়ী কর্মসংস্থান কিংবা আত্মকর্মী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।
- ন্যাশনাল সার্ভিসে যুবনারীদের অংশগ্রহণ শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। তাদের এই বিপুল অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।
- নীতিমালা অনুযায়ী ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে সারাদেশে সম্প্রসারিত হবে।
- বর্তমানে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পর্ব বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেখানে প্রতি পর্বে ২০টি করে মোট ৬০টি উপজেলা কর্মসূচির আওতায় আসবে।
- কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে বিনা জামানতে লোন নিয়ে যুবকরা স্বাবলম্বী হচ্ছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক করে দিয়েছি। বিদেশ যেতে আর কেউ নিঃস্ব হচ্ছে না।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ৭টি বিভাগে প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- এ প্রশিক্ষণে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়াসমৃদ্ধ আইসিটি ভ্যান যোগে ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় গ্রামীণ যুবকদের বিনামূল্যে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- এক মাস পরপর নতুন ৭টি উপজেলায় এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রশিক্ষণকে তৃণমুল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজস্বখাতের অর্থায়নে দেশের সকল উপজেলা প্রশিক্ষণের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মতো পরিবেশবান্ধব 'ইমপ্যাক্ট ফেইজ-২' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- যুবদের ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বিদেশগামী যুবদের জন্য ক্যাটারিং, হাউসকিপিং, মেরিন ফিশিংকে প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ পথে বিদেশগমন না করার জন্যে ডকুমেন্টারি, ক্ষুদে বার্তা ও অন্যান্য উপায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে যুবসংগঠনের নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করে আইন প্রণীত হয়েছে।
- সাভারে অবস্থিত 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'কে Centre of Excellence-এ পরিণত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- এ সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুবপ্রশিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হবে।
- যুবসামজকে মাদকাশক্তি, সন্ত্রাস, উগ্রপন্থা, জঙ্গিবাদসহ সব রকমের সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে রাখতে এসব প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করতে হবে।
- নতুন আঙ্গিকে প্রণীত জাতীয় যুবনীতি বর্তমান যুবসমাজের সার্বিক বিকাশের সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা সবাই জানেন, ২০২১ সালে উদ্‌যাপিত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। আমরা সে সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে দেখতে চাই। সে লক্ষ্যে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুবকদের অনেক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে এখন মাথা তুলে দাঁড়াবার সময়।

যুব সমাজ আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্রতী হবে- এটাই প্রত্যাশা। সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সততা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কর্তব্য পালন করলে আমরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

এ প্রসঙ্গে জাতির পিতারই একটি উদ্ধৃতি আমি উল্লেখ করতে চাই- ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পূণর্গঠনের সময় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়েও দেশগড়াকে বেশি কঠিন উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা যদি একটু চেষ্টা করি, একটু বেশি পরিশ্রম করি, সকলেই সৎপথে থেকে সাধ্যমত নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং সবচাইতে বড় কথা, সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি- তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি ইনশাআল্লাহ কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের স্বপ্নের বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।'

২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে ভিশন ৪১ ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সে লক্ষ্যে নিবেদিত।

জাতিসংঘ সুচিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে এমডিজি বাস্তবায়নের সাফল্যের ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। দেশের যাবতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যুবসমাজ তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে- আমি সেটাই আশা করি।

জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপনের সাথে জড়িত সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি জাতীয় যুবদিবস ২০১৬ এর সকল আয়োজনের সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...